PADYA-SAR

OR

SELECT LESSONS IN BENGALI POETRY.

BY

ANANDA CHANDRA MITRA

Author of Helenà Kábya, Mitrakábya, Prabandhasár and Gadyasár &c. &c.

পদ্যসার।

আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

২নং বেনেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে,

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫।

মূল্য ৶০ তিন আনা।

পদ্যসার ও গদ্যসার সম্বন্ধে অভিমত।

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন—

"আপনার পুস্তকগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে, আমার বিবেচনায় আপনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই পুস্তক গুলি পাঠ করিলে বালক বালিকাদিগের যথেষ্ট উপকার লাভের সম্ভাবনা।"

Babu Dev Sankar De, M.A., Principal Ripon College, Calcutta, writes :—

I have gone through Babu Ananda Chandra Mitra's two vernacular books Gadya-sar and Padya-sar. They are very useful publications and may be used with advantage by the boys of the lower classes of our schools. They have been already introduced as text books in the lower classes of the Ripon Collegiate School.

Babu Kali Sankar Sukul, M. A., Offg. Principal of the City College, Calcutta, writes :—

The variety of topics introduced and the easy language in which they are clothed, are calculated to enlarge the view of the pupils in a natural and unobtrusive manner, and at the same time amuse and please them. * * The books have been placed in the hands of the boys of the City Collegiate school in the 6th class.

বাবু কুঞ্জলাল নাগ এম, এ. প্রিন্সিপ্যাল, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ লিখিয়াছেন—

"আপনার পুস্তক দুই খানি বালক বালিকাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না।

Babu Jagatbandhu Laha, M. A., Head Master Normal School, Dacca, writes :—

I have used Babu Ananda Chandra Mitra's Padya-sar. As a poet Ananda Babu is well known for the perspecuity of the language and the smoothness and flow of his versification. These qualities

পদ্যসার।

আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

(চতুর্থ সংস্করণ।)

কলিকাতা,

২নং বেণেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে,

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী গ্রন্থের—বিশেষতঃ পদ্য গ্রন্থের অভাব আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেই অভাব দূরীকরণ মানসে, কোন কোন কৃতবিদ্য ও স্বদেশ-হিতৈষী বন্ধুর অনুরোধ ক্রমে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। উদ্দেশ্য সাধনে কতটুক কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বিজ্ঞ সাহিত্য-সমাজের বিবেচনাধীন। যদি এই সামান্য পুস্তক দ্বারা বালক বালিকাদিগের কিছু উপকারও হয়, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিতে গিয়া নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছি।

(১) ১ম উদ্দেশ্য—বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গলা কবিতার প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন। এই জন্য স্বভাব-বর্ণনা ও ছন্দোবন্দের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি, এবং এই জন্যই রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি।

(২) ২য় উদ্দেশ্য—গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দান। বিশুদ্ধ নীতি কথা যাহাতে নাই, তাহা বালক বালিকার পাঠ্য হওয়া উচিত নহে। অথচ শুষ্ক নীতিকথা হৃদয়গ্রাহী হয় না; এজন্য

গল্প ও তন্মধ্যে কিছু কিছু বিশুদ্ধ আমোদ প্রদান করিতে যত্ন করিয়াছি।

(৩) ৩য় উদ্দেশ্য—সময়োপযোগী শিক্ষাদান। যে দেশে যখন জাতীয় চরিত্র যেরূপ গঠিত হওয়া উচিত, বালক-শিক্ষার পুস্তকও তখন তাহার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। এই জন্য স্বদেশানুরাগ, সাহস, সত্যনিষ্ঠা, বিনয় ও ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাঠ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে একতা নাই। কোথাও কিছু উচ্চরকমের পুস্তক, কোথাও বা তদপেক্ষা কিছু সহজ পুস্তক একই শ্রেণীতে পাঠ্য হইয়া থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া, মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর, এবং উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী করিয়া এই পদ্যসার প্রণীত হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়গণ কিঞ্চিৎ আদর করিলেও চরিতার্থ হইব ইতি।

কলিকাতা, ১২৯৩। গ্রন্থকার।

সূচী।

পদ্যসার।

জন্মভূমি।

যে দেশে জন্মেছি আমি, বঞ্চি যেই দেশে,
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস প্রশ্বাসে ;
যে দেশের রবি তাপ বিতরে আমায়,
যে দেশের স্রোতস্বতী সলিল যোগায় ,
যার ফল শস্যে করি জীবন ধারণ,
যার বক্ষে সদা সুখে করি বিচরণ ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।

২

যে দেশে কৃষক মম জীবিকার তরে,
ভানু তাপে পুড়ি তনু ভূমি চাষ করে ;

সাধিবারে আমার অনেক প্রয়োজন,
যে দেশে বণিক করে বহু পর্য্যটন ;
যে দেশের লোক মোরে শিখা'য়েছে কথা,
পশু হইতাম যার হইলে অন্যথা ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।

৩

যে দেশে রয়েছে মম প্রিয় পরিবার ;
দয়াময় পিতা আর জননী আমার ;
স্নেহের পুতুল সম ভাই ভগ্নী যত,
এক বৃক্ষে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত ;
যে দেশে খেলার সাথী আর বন্ধুগণ,
সুশোভিত আছে যেন নন্দন কানন ;
ধরাতলে আর কোথা আছে হেন স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

৪

যে দেশের গিরি নদী কত শোভা ধরে,
খনি মধ্যে জ্বলে মণি, মুকুতা সাগরে,
অতুল নক্ষত্র-শোভা সুনীল আকাশে,
নব জলধর সহ সৌদামিনী হাসে ,

যে দেশে কাননে শোভে কত শত ফুল ?
কল কণ্ঠে গায় গীত বিহঙ্গমকুল ;
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

৫

যার অন্ন জল খেয়ে শরীর জীবিত,
যার নামে ধরাতলে সবে পরিচিত ;
যাহার গৌরবে কত সুখের উদয়,
যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয় ;
দূর দেশ থাকি যারে করিলে স্মরণ,
উথলে হৃদয় আর ঝরে দুনয়ন ;
তার তরে শরীরের রক্তবিন্দু দান,
যে না করে, কৃতঘ্ন সে পশুর সমান !

মাতা।

১

"মা" কথা মধুর বড় সুধার সমান,
কহিলে শুনিলে সদা জুড়ায় পরাণ ;

যেখানে সেখানে থাকি শত ক্রোশ দূরে,
উদ্দেশে "মা" বলে ডাকি, দুঃখ যায় দূরে !
কিবা সিংহাসনোপরে ভূপতির পতি,
কিবা রণক্ষেত্র মাঝে বীর সেনাপতি,
কিবা দূরদেশগত পরাধীন দাস, *
অপার সাগর পারে যাহার নিবাস ;
যে যেখানে মনে করে মায়ের মূরতি,
অমনি অন্তরে তার জন্মে কত প্রীতি !
এমন মায়ের প্রতি ভক্তি নাই যার,
পৃথিবীতে তার মত কে আছে অসার ?

২

মায়ের মমতা কত, কে কহিতে পারে,
কি আছে তুলনা দিতে আর এ সংসারে ?
শত অপরাধে তুমি অপরাধী হও,
প্রসূতীর স্নেহে তবু বঞ্চিত ত নও।
নিতান্ত কুৎসিত কিম্বা নির্গুণ যে জন,
জননীর কাছে সেও অমূল্য রতন।

---

* শিক্ষক মহাশয় দাসত্ব-প্রথার ও দাস-ব্যবসায়ের বিবরণটী বলিয়া দিবেন।

রোগ হলে কেবা আর জননীর মত,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত ?
গলিত দুর্গন্ধময় সন্তানের দেহ,
জননী রাখেন বুকে, মরি কিবা স্নেহ !
এমন মায়ের সেবা না করে যে জন ;
তার মত কোথা আছে পাপীষ্ঠ এমন ?

নদী।

পর্ব্বতের বক্ষ ভেদি,
জনমিলে তুমি নদি,
বিধাতার বিচিত্র কৌশল ;
কঠিন কর্ক্কশ যাহা,
রসে পরিপূর্ণ তাহা,
পাষাণ ফাটিয়া উঠে জল !
কঠিন বন্ধুর ভূমি,
তার অঙ্গে শোভ তুমি,
ঠিক যেন রজতের রেখা ;

দূর হতে স্রোতস্বতি,
দেখিতে বিচিত্র অতি,
চিত্রপটে যেন চিত্রলেখা !
জন্মিয়া জঙ্গল তলে,
হাস্য করি খল খলে,
দূর দেশে করহ গমন ;
প্রান্তর নগর কত,
বন উপবন শত,
তব তটে শোভে অগণন।
বসিলে তোমার তীরে,
শীতল পবন ধীরে,
কত সুখরাশি করে দান ;
তব জলে করি স্নান,
তব জল করি পান,
বেঁচে থাকে মানুষের প্রাণ।
ক্ষেত্র মাঝে দাও জল,
নানা শস্য ফুল ফল,
উপাদেয় জন্মে কত মত ;
তব বক্ষে করি ভর
কাণ্ডারীরা নিরন্তর,

দূর দেশে যায় অবিরত।
কিবা কৃষি কি বাণিজ্য,
কিবা সুখ কি সৌন্দর্য্য,
তোমা হতে হয় সমুদয়;
সদা কর উপকার,
নাহি চাহ পুরস্কার,
কত গুণ কহিবার নয়।
ভ্রমিতেছ অবিরাম,
নাহি শ্রান্তি কি বিশ্রাম,
কর্ত্তব্যপালনে সদা রত।
রোগ কিম্বা দরিদ্রতা,
কিছুই থাকে না তথা,
যে দেশেতে তুমি প্রবাহিত।
যাও তবে যাও নদি,
তোমায় সৃজিলা বিধি,
জীবের মঙ্গল কামনায়,
করহ জীবের হিত,
যাতে পরমেশ প্রীত,
পূর্ণ কর তাঁর অভিপ্রায়।

প্রকৃত বন্ধুতা।

একদা অরণ্যপথে বন্ধু দুই জন,
মধুর প্রসঙ্গে রঙ্গে করিছে গমন;
দুই বন্ধু পরস্পর সহোদর প্রায়
কত ভালবাসে দোঁহে, বাখানিছে তায়।
হেনকালে অকস্মাৎ বিপদ ঘটিল,
ভীষণ ভল্লূক এক এসে দেখা দিল!
উভয়েরে ভল্লূক করিল আক্রমণ,
এক বন্ধু বৃক্ষেতে করিল আরোহণ;
আত্মরক্ষা করি নিজে নিশ্চিন্ত হইল,
অপর বন্ধুর দশা কিছু না ভাবিল।
অপরের গাছে চড়া ছিল না অভ্যাস,
ভূতলে পড়িল ভয়ে হইয়া হতাশ;
"ভল্লূক না খায় মরা," ইহা শুনেছিল;
মরার মতন তাই পড়িয়া রহিল।
গর্জ্জন করিয়া কাছে ভল্লূক আসিল,
মুখ নাক চোক কান সুঁকিয়া দেখিল;
মৃত ভেবে ছেড়ে তারে চলি গেল দূরে
বৃক্ষ হতে নেমে বন্ধু বলে ধীরে ধীরে,

"উঠ ভাই, চল যাই আর নাই ভয়,
বহু দূরে গিয়াছে সে পশু দুরাশয় ;
ভূতলে তোমারে বন্ধু পতিত দেখিয়া,
ভাবনায় মৃত-প্রায় বৃক্ষে আরোহিয়া ;
কিন্তু বড় কুতূহল হয় জানিবারে,
কানে কানে ভল্লূক কি কহিল তোমারে ?"
বন্ধু বলে "ভল্লূক যে কহিয়াছে কথা,
কভু করিব না আমি তাহার অন্যথা ;
'বিপত্তি কালেতে যেবা না হয় সহায়,
বন্ধু মনে কোন দিন করিও না তায়',
এই কথা বার বার ভল্লূক কহিল,
ভাগ্য গুণে বাঁচিলাম, ভাল শিক্ষা হলো।"

গোধন।

গোধন পরম ধন
এ দেশের তরে,
কহিতে সকল গুণ
মুখে নাহি সরে !

তৃণ খেয়ে ক্ষীণ গাভী
দুগ্ধ করে দান,
তাহাতেই বেঁচে থাকে
মানুষের প্রাণ।
সকল সারের মধ্যে
গোরস প্রধান,
অমৃত বলিয়া তাই
তাহার বাখান।
ক্ষীর সর নবনীত
পিষ্টক পায়স,
কত যে সুখাদ্য আরো
মধুর সরস
দুগ্ধ হ'তে জন্মে, যাতে
মুগ্ধ হয় মন,
একবার রসনায়
করি আস্বাদন।
প্রখর ভানুর তাপে
হয়ে দগ্ধ-প্রায়,
হলস্কন্ধে বলীবর্দ্দ
মাঠ পানে ধায়;

কঠিন বন্ধুর ভূমি
ক'রে দেয় চাষ,
সারাদিন নাহি খায়
এক মুষ্টি ঘাস ;
তবে সে কৃষক বীজ
করয়ে বপন,
তবে সে জনমে ক্ষেত্রে
শস্য অগণন ;
না হইলে অনাহারে
মরে যত প্রাণী,
জীবের জীবন তাই
গোধনে বাখানি।
প্রকাণ্ড শকট টানে
পৃষ্ঠে বহে ভার,
গোরু করে মানুষের
কত উপকার।
চক্ষু বেঁধে তৈলকার
ঘানিগাছে যোড়ে,
তথাস্তু বলিয়া গোরু
সারাদিন ঘুরে।

এই রূপে মানুষের
শত প্রয়োজন,
গোরুর প্রসাদে দেখ
হতেছে সাধন।
বিধাতার সৃষ্টি মধ্যে
বড় চমৎকার,
বিষ্ঠায় দুর্গন্ধ নাশে,
শেষে হয় সার!
বড় মূল্যবান বটে
এমন গোধন.
মূর্খ সেই, যেবা তারে
না করে যতন।

মানস-উদ্যান।

এসো ভাই, চল যাই ফুলের বাগানে.
জুড়াবে শরীর মন সুমধুর ঘ্রাণে।
স্বভাবের শিরোশোভা কুসুম রতন,
কঠিন হৃদয় যেবা না করে যতন।

সুজনের মনোহর কুসুমের হার,
মুকুতা প্রবাল মণি বটে কোন ছার।
বলিহারি বিধাতার বিচিত্র সৃজন,
মাটি ফাটি পরিপাটি জনমে এমন!
কিন্তু অযতনে ঐ সুন্দর বাগান,
অচিরে হইতে পারে শ্মশান সমান;
আপনি জনমি যত আগাছা অসার,
সহজে উদ্যান-শোভা করে ছারখার।
এইরূপ মানুষের মানস-উদ্যান,
অশিক্ষায় হয় ঘোর অরণ্য সমান;
সদ্ভাব কুসুম আর সুযশ সৌরভ,
না থাকিলে উদ্যানের থাকে না গৌরব,
কুরুচি কুচিন্তা আদি জঙ্গল নিচয়,
মানস-উদ্যান-শোভা সব করে ক্ষয়।
অতএব সুচতুর বাগানির মত
মানস-উদ্যানে যত্ন কর অবিরত।

বিদ্যা-শিক্ষা।

বিদ্যা শিখে যেই, চির সুখী সেই,
আজীবন সুখ তার ;
যদি হবে ধনী, যদি হবে মানী,
বিদ্যালাভ কর সার।
বিদ্যাহীন জন, পশুর মতন,
সুখ কি সুখ্যাতি নাই ;
পণ্ডিত সমাজে, নাহি যায় লাজে,
ম্রিয়মান সব ঠাঁই।
বিদ্যাবান লোকে, বিদ্যার আলোকে,
দেখে সব ঘরে বসি ,
জ্ঞানের গরিমা, দিতে নাহি সীমা,
দেয় দিব্য সুখরাশি।
দেখ বিদ্যা-বলে, কত যে কৌশলে,
রচিয়াছে কত যন্ত্র ;

কার্য্য অপরূপ, করে নানা রূপ,
ঠিক যেন পড়ি মন্ত্র ! *

* *

জ্যোতিষ গণিত, কাব্য কি সঙ্গীত,
চিত্র বিদ্যা আদি যত ;
কত সুখ ইথে, না পারে বুঝিতে,
মূর্খের যে দুঃখ কত !
রোগ যদি হয়, সব পায় ক্ষয়,
শরীরের বল যত ;
যাবৎ জীবন, সম্বল এমন,
কি আছে বিদ্যার মত ?
বহু ধনরাশি, তস্করেতে আসি,
অনা'সে হরিতে পারে ;
থাক্ নিবে চোরে, বিতরণ ক'রে,
বিদ্যা ধন আরো বাড়ে।

---

* *

* শিক্ষক মহাশয় বাষ্পীয় যন্ত্র, তাড়িত যন্ত্র, ব্যোম-যান, ও বস্ত্রের কল প্রভৃতির তত্ত্ব এবং মন্ত্রাদির কাল্পনিকতা বুঝাইয়া দিবেন।

বিদ্যা উপার্জ্জন, করি বহু ধন,
অর্জ্জন না হতে পারে ;
বিদ্বানের মনে, যত সুখ জ্ঞানে,
মূর্খ তা বুঝিতে নারে।
করি পরিশ্রম, মনের সংযম,
বিদ্যা উপার্জ্জন কর ;
গেলে সুসময়, হ(ও)য়াই সংশয়
হলেও দুষ্কর বড়।

পশু-সভা।

একদা গড়ের মাঠে সন্ধ্যার সময়,
কলিকাতা নগরের পশু সমুদয় ;
করিলা প্রকাণ্ড সভা অতি চমৎকার ;
রয়েছে সংবাদ-পত্রে বিবরণ তার।
মধ্যেতে মহিষ বসে ঘোটক বামেতে,
দক্ষিণেতে বলীবর্দ্দ গর্দ্দভ পশ্চাতে ;

সম্মুখে মার্জ্জার আর সারমেয় দোঁহে,
একপার্শ্বে মেষ আসি যোড়হস্তে রহে।
প্রথমে সকলে মৌনী (সভ্যের লক্ষণ)
লাঙ্গুল নাড়িয়া শুধু করিছে ব্যজন।
বক্তৃতা করিতে যাই ঘোটক উঠিলা,
আনন্দে সকলে মিলি করতালি দিলা।
গ্রীবা বক্র করি অশ্ব লাগিলা কহিতে,
মানুষের অত্যাচার পারি না সহিতে;
মানুষের কপালে হউক বজ্রপাত,
পৃষ্ঠে চড়ে কেশে ধরে করে কসাঘাত!
চর্ম্মডোরে মুখ চোক সজোরে বাঁধিয়া,
বড় বড় শকটেতে দিতেছে যুড়িয়া।
সারাদিন সম শ্রম করি বার মাস,
উদর পূরিয়া খেতে নাহি পাই ঘাস,
একে শুষ্ক পরিমাণে তাহে কম কত,
বঙ্গবাসী চাকুরের বেতনের মত!
দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাই কয়েদী যেমন,
মানুষের মত পাপী কে আছে এমন?
ভুটি মাত্র শৃঙ্গ যদি থাকিত আমার,
করিতাম মানুষের জীবন সংহার।

শৃঙ্গ নাড়া দিলে কেহ না আসিত কাছে।
শিখা'তেম মানুষেরে সংশয় কি আছে ?"
এত কহি বসিলেন ঘোটক যখন,
"ধন্য ধন্য" শব্দে পূর্ণ হইল গগণ।
মৃদুস্বরে মেষ যবে কহিতে লাগিলা,
"শোন শোন" উচ্চ শব্দ রাসভ করিলা।
মেষ কহে "দেশে আর না আছে বিচার,
একমুখে আমি তাহা কহিব কি আর ?
ঘোটক যে কহিলেন সত্য সমুদয়,
আমাদের দুঃখ কিন্তু তুলনীয় নয়।
অযতনে থাকি মোরা মাঠে ঘাস খাই,
মানুষের শীতবস্ত্র অনেক যোগাই ;
মরিয়াও চর্ম্ম দিয়া উপকার করি,
তবু তারা মোদের গলায় দেয় ছুরি !
আপনার পুত্রোৎসবে পরপুত্রে মারে,
মানুষের মত পাপী কে আছে সংসারে ?
দন্ত নাই নখ নাই দেহে নাই বল,
সম্বল কেবল বটে নয়নের জল !"
এত কহি মেষ যবে বসিলা ভূতলে,
"ধিক্ ধিক্!" মহাশব্দ করিলা সকলে।

সভাপতি বলীবর্দ্দ উঠিয়া তখন,
কহিতে লাগিলা ধীর গম্ভীর বচন ;—
"অদ্যকার এ সভার বক্তৃতা সুন্দর,
করিলাম সকলেই শ্রবণগোচর ;
মানুষের অত্যাচার সকলেই জানি,
একটী উপায় ভাল আমি অনুমানি ;
মানুষের আজ্ঞাবহ থাকিব না আর,
অত্যাচারে সকলে করিব প্রতীকার।"
"ভাল, ভাল !" বলিলেক সভাস্থ যতেক,
সভাপতি ধন্যবাদ পাইলা অনেক।

এইরূপে হবে যবে সভা ভঙ্গপ্রায়,
আরণ্য মার্জ্জার এক আইল তথায় ;
সকলেরে সম্বোধিয়া কহিল তখন—
"তোমাদের কথা সব করেছি শ্রবণ ;
ঘোটকের শৃঙ্গ নাই আছে দৃঢ় ক্ষুর,
শরীরেও সামর্থ্য যে রয়েছে প্রচুর ;
তবে কেন মানুষের কেনা হয়ে রহে,
আপনার শত্রু জনে পৃষ্ঠে কেন বহে ;
যার আছে বল বুদ্ধি সমৃদ্ধি সাহস,
পৃথিবীতে অনেকেই হয় তার বশ ;

বুদ্ধিহীন ভীরু বটে হতভাগ্য অতি ;
নিজ দোষে তোমাদের এমন দুর্গতি।
মেষ বটে ক্ষুদ্র কিন্তু তারো শৃঙ্গ আছে,
তবে কেন কাষ্ঠবৎ মানুষের কাছে ?
আরো দেখ তোমাদের থাকিলে একতা,
দুর্ব্বল সবল হতো, না হতো অন্যথা ;
তোমরা অধম জাতি অতি নীচাশয়,
পরস্পর হিংসা করি বল কর ক্ষয় ;
গর্দ্দভে ঘোটকে বাদ জানি অতিশয়,
মহিষে বলদে মিল কভু নাহি হয় ;
অসহায় মেষগুলি মাঠ মধ্যে চরে,
নিষ্ঠুর কুক্কুর তারে দংশে অকাতরে !
নিজহিত চাহ যদি মোর কথা লও,
পরস্পর ভালবেসে দলবদ্ধ হও ;
অত্যাচার করিবেক মানুষ যখন,
সকলে মিলিয়া তারে করো আক্রমণ ;
ইহাতেও যদি শেষে আঁটিতে না পার,
রাজধানী-বাস-আশা পরিহার কর ;
অধীনতা পরিহরি অরণ্যেতে যাও,
কাননের ফল মূল মনসুখে খাও।”

আপনার স্বাধীনতা করে যেই দান,
ধরাতলে কোথা বল থাকে তার মান?
পর মুখ চায় যেবা জীবিকার তরে,
তার মত হতভাগা কে আছে সংসারে?
ধরাতলে যেই জন হয় পরাধীন,
কানেনর পশু হতে (ও) জেনো তারে হীন!

বর্ষা।

আইল বরষাকাল,
নদ নদী বিল খাল,
নূতন সলিলে সব
পরিপূর্ণ হইল;
অবিরাম হয় বৃষ্টি,
বুঝিবা নাশিবে সৃষ্টি,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন
কোটী ছিদ্র হইল!

ঠুশ্ ঠাশ্ পড়ে শীল
মরে যত কাক চিল,
গোষ্ঠ ছেড়ে ধায় গাভী
পেয়ে মহাত্রাস ;
আকাশের দুষ্ট ছেলে,
যেন সবে ঢেলা ভেলে
পৃথিবীর ফল শস্য
করিতেছে নাশ !
তর্ তর্ সর্ সর্,
বায়ু বহে নিরন্তর,
বৃক্ষ শাখা হতে জল
বুড়্ বুড়্ পড়িছে ;
শোকভরে তরু যেন,
নিশ্বাস ছাড়িছে ঘন,
নয়নেতে অশ্রুবিন্দু
ঝর ঝর ঝরিছে।
প্রান্তরে কৃষকগণ,
করি সবে প্রাণপণ,
করিতেছে কৃষিকার্য্য
রাজ্য যাহে বাঁচিছে ;

পায়েতে লেগেছে জোঁক,
গায়ে লাগে সুঁয়পোক,
তথাপি চাষার মন
আশাভরে নাচিছে।

বিহঙ্গ পতঙ্গগণ,
বিষাদিত অনুক্ষণ,
নিবিড় শাখার তলে
বসে শুধু থাকিছে;

কেবল সময় পেয়ে,
পেট পূরে জল খেয়ে,
চাতক "দে জল" বলি
জলধরে ডাকিছে।

যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তার পাশে,
পঙ্কিল সলিল পানে
মণ্ডূকেরা ধাইছে;

আনন্দে সাঁতার দিয়ে,
মাথা মাত্র ভাসাইয়ে,
উচ্চনাদে বরষার
কতগুণ গাইছে।

নব জলধর সঙ্গে,
সৌদামিনী কত রঙ্গে,
মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে
বড়ই সুন্দর ;
জলদ অনেক স্নেহে,
লুকায়ে আপন দেহে,
গদ গদ ভাষে তার
বাড়ায় আদর।
সেই শোভা নিরখিয়া,
নিজ পুচ্ছ বিস্তারিয়া;
ময়ূর ময়ূরী নাচে
আমোদে বিহ্বল ;
কভু নাচে তালে তালে,
কভু কদম্বের ডালে,
বসি উচ্চ কেকা রবে
করে কোলাহল।
ফুটিছে হিঁজল ফুল,
যেন বঙ্গ বধূকুল,
নিবিড় অরণ্য মাঝে
আছে লুকাইয়া ;

অপরূপ রূপ ধরে,
গন্ধে আমোদিত করে,
অনাদরে ঝ'ড়ে পড়ে
যেতেছে পচিয়া।
জলে গর্ত্ত গেল ভ'রে,
কৃমি কীট দায়ে পড়ে,
লোকালয়ে তরুপরে,
লইল আশ্রয়;
মশকেরা গায় গীত,
মক্ষিকারা হরষিত,
কুলায়ে ডাহুক ডাকে
তুষ্ট অতিশয়।
আজি যেই জন সুখী,
কালী সেই হয় দুখী,
এইরূপে যাইতেছে
জীবের জীবন;
ছয় ঋতু সম্বৎসরে,
আসিতেছে পরে পরে,
করিবারে জগতের
মঙ্গল সাধন।

মিথ্যা কথা।

মিথ্যাবাদী কারো কাছে নাহি পায় স্থান,
শৃগাল সমান সবে তারে করে জ্ঞান ;
লোক-চক্ষে ধূলা দেয় দিন দুই চারি,
কার সাধ্য বেঁধে রাখে বরষার বারি ?
সত্য সে প্রকাশ পায় আপনার বলে ;*
সত্য মিথ্যা উভয়ের পরিচয় ফলে।
শত কথা কহে শত চাতুরির ছাঁদে,
ধরা পড়ে মিথ্যাবাদী আপনার ফাঁদে ;
মিথ্যা সম ভয়ানক কিছু নাহি আর,
কত অপকারী মিথ্যা সীমা নাহি তার ;
সংসার সুখের মূল প্রণয়বন্ধন,
মিথ্যার পরশে হয় তাহারো ছেদন ;

---

* "সে" "তা" প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়, উহাতে স্থানে স্থানে লালিত্যের বৃদ্ধি করে।

মিছে কথা বিছে সম বিষম জঞ্জাল,
সংসারের অপকার করে চিরকাল ;—
যাহার রসনা হ'তে হয় সে নির্গত,
তাহারি হৃদয় মাঝে করিয়াছে ক্ষত ;
সম্মুখে যাহারে পায় দংশয়ে তাহারে,
ঘটায় বিষম ক্ষতি ঘরে আর পরে !

কু।

কুশিক্ষা পেয়েছে যেই,
নর হয়ে পশু সেই,
নিতান্ত কুরুচি যার,
মলিন বসন তার ;
কুকথায় ঘটে দ্বন্দ্ব,
কু অভ্যাস বড় মন্দ ;
কুচিন্তায় মতি নষ্ট,
কুসঙ্গেতে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ;

কুখাদ্য খাইলে পরে,
ব্যাধি হয়ে প্রাণে মরে ;
কুসন্তান হয় যার,
কেবল কলঙ্ক তার ;
কুকর্ম্ম করিলে পরে,
ক্লেশ হয় ঘরে পরে ;
কুস্থানে থেকোনা ভাই,
কুলোকের সুখ নাই।

সন্ধ্যাবর্ণন।

দিন গেল সন্ধ্যা হলো ফুরাইল বেলা,
আইল যামিনী পরি প্রদীপ-মেখলা ;
কুঞ্চিত কমলকুল হলো একে একে ;
ভ্রমরেরা গেল ঘরে গুণ্ গুণ্ ডেকে ;
রাখাল চলিল ঘরে বাজাইয়া বেণু
মধুর সস্নেহ ভাষে খেদাইয়া ধেনু ;

উঠিল স্তুতির ধ্বনি ভজন-মন্দিরে,
ভকত কীর্ত্তন করে মৃদুল গম্ভীরে ;
বালক বালিকা যত আকাশে চাহিয়া,
নাচিতে লাগিল সবে করতালি দিয়া ,
আকাশে উঠিল তারা কত শত শত,
নীল চন্দ্রাতপে দীপ্ত হীরকের মত,
পড়িয়াছে জ্যোৎস্না-রাশি তটিনীর নীরে,
তরঙ্গে চাঁদের ছায়া নাচে ধীরে ধীরে ;
চলেছে ভাঁটার জলে অনেক তরণী,
তুলিয়াছে বাহকেরা সঙ্গীতের ধ্বনি ;
অনেক প্রদীপ জ্বলে তটিনীর গায়,
নক্ষত্র খসিয়া যেন পড়েছে ধরায় ;
যুটিয়াছে জলচর যতেক বিহঙ্গ,
শীতল সলিলে পশি করিতেছে রঙ্গ ;
ধরণী ধরিল কিবা প্রশান্ত মূরতি,
দেখে ভাবুকের প্রাণ হরষিত অতি ।
এমন সুন্দর সন্ধ্যা যাঁহার রচন,
অনন্ত তাঁহার গুণ, না যায় বর্ণন ।

ক্রোধানল।

দাবানলে যেইরূপ দগ্ধ হয় বন,
ক্রোধানলে দগ্ধ হয় মানুষের মন ;
রাশি রাশি গুণ পুড়ে করে ভস্মশেষ,
ক্রোধীর চরিত্রে নাই সৌন্দর্য্যের লেশ !
রামায়ণ ভারতাদি যত ইতিহাস,
ক্রোধের অশেষ দোষ করিছে প্রকাশ ;
ক্রোধবশে কত জন হতেছে ভিখারী,
ক্রোধ করি কত জন গেল যমপুরী।
দুষ্টের দমন হেতু করিতে শাসন,
ক্রোধের উদ্রেকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
বিজ্ঞলোক কার্য্যোদ্ধার করেন কৌশলে,
কঠিন কর্কশ ধাতু সোহাগায় গলে।
অযোগ্য কখনো যদি করে অপমান,
উত্তেজিত হয় তাতে ঘৃণা অভিমান ;
ইহাতেও ক্রোধের নাহিক প্রয়োজন,
সুজন কুসঙ্গে কভু না করে গমন।

মধুর চরিত্র যেই লোক বশ তার,
মক্ষিকা মধুর ভাণ্ডে থাকে অনিবার।

দুরাশা।

শ্রাবণের শেষভাগে সন্ধ্যার সময়,
মাঠেতে গোপাল এক রাখে ধেনুচয়;
সহসা পূর্ব্বের দিকে যেমন চাহিল,
ইন্দ্রধনু শোভাময় দেখিতে পাইল;
সুরচিত ধনুখানি ঝলমল করে,
সপ্তবর্ণে বিভূষিত দিবাকর-করে!
জনশ্রুতি এই, শুনি অজ্ঞলোকে বলে,
হিরণ্ময় পাত্র থাকে মৃত্তিকার তলে,
ইন্দ্রধনু ধরাতল পরশে যথায়,
যে জন খনন করে সেই জন পায়*

---

* এটী ইংলণ্ডদেশীয় জনশ্রুতি, এদেশের নহে। ইংরেজীতে এরূপ একটী কবিতাও আছে।

হাবা চাষা সেই কথা করিল বিশ্বাস,
দৌড়িতে লাগিল মূর্খ হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস।
চাষা ভাবে, "এই ধন পেতে যদি পারি,
আর কি গোপাল লয়ে মাঠে মাঠে ফিরি ?
মন-সুখে ঘরে ব'সে সুখাদ্য খাইব,
ভাল পরিচ্ছদ পরি সুখে বেড়াইব ;
পাইব অনেক ধন, লোকে কবে ধনী,
কেবল উঠিবে মম প্রশংসার ধ্বনি !"
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় চাষা ধরিতে সে ধনু,
দৌড়িতে দৌড়িতে তার ক্লান্ত হলো তনু ;
তথাপিও দৌড়ে চাষা ক্ষান্ত নাহি হয়,
চাষার মনেতে শত আশার উদয় !
ক্রমেতে হইল সন্ধ্যা রবি অস্ত গেল,
অন্ধকারে ভাক্ত ধনু আকাশে মিলিল।
ফিরিয়া চলিল চাষা হয়ে হত জ্ঞান,
আঁধারে ধেনুর আর না পায় সন্ধান ;
না পেয়ে ধেনুর পাল বহু অন্বেষিয়া,
কহিতে লাগিল চাষা আপনা ভর্ৎসিয়া ;
"বৃথা ধন লোভে মন কত ক্লেশ পালি,
আশার কুহকে প'ড়ে ভালই শিখিলি ;

আজি হ'তে জেনে রেখো ওরে মূঢ় মন,
দুরাশা-ছলনে মুগ্ধ হ'ও না কখন।"

হিংসা।

পরের সৌভাগ্য যেবা দেখিতে না পারে,
পৃথিবীতে বড় হতভাগ্য বলি তারে ;
বুদ্ধিহীন হিংসুক সে নাশিতে অপরে,
লুকাইয়া সর্প রাখে আপন টোপরে ;
আপনার অঙ্গে ফণী করয়ে দংশন,
সেই বিষে মন প্রাণ দহে অনুক্ষণ।
আপনি নির্গুণ কিম্বা নিতান্ত অলস,
নিয়ত কুকর্ম্মে রত কুমতির বশ ;
আপনি যে আপনার হীনতার মূল,
তার চোকে পরসুখে বিঁধে বটে শূল।
প্রতিযোগীতায় ভীত পুরুষ ত নয়ন।
হিংসা বটে হীনতার ভাল পরিচয়।

বায়ু।

জীবের জীবন আমি বায়ু নাম ধরি,
সমস্ত পৃথিবীময় করি পর্য্যটন ;
আলস্য বিহীন হয়ে নিজ কার্য্য করি,
বিধাতার বিধি আমি করি না লঙ্ঘন।

নবদুর্ব্বাদল কিম্বা গিরিবর-শিরে,
আনন্দে অবনী ধামে করি বিচরণ ;
কভু সন্তরণ করি স্রোতস্বতী-নীরে,
কখনো সাগর-বক্ষে করি আস্ফালন।

কুসুম সৌরভ কভু করি আহরণ,
মানবের নাসিকায় করি তাহা দান ;
কভু আমি জলবিন্দু করিয়া সিঞ্চন,
তাপদগ্ধ পথিকের জুড়াই পরাণ।

পতঙ্গের পক্ষতলে থাকি লুকাইয়া,
উড়াইয়া লই তারে ভানুর কিরণে ;

কখনো বা জাহাজের মাস্তুলে চড়িয়া ;
সাগর লঙ্ঘিয়া যাই হরষিত মনে।

প্রভাত সময়ে মোরে যে করে সেবন,
চিরদিন বঞ্চে সেই স্বাস্থ্য আর সুখে,
দুর্গন্ধে দূষিত মোরে করে যেই জন,
রোগরূপে ভর করি বসি তার বুকে।

অন্তরীক্ষে মেঘ যত বিবিধ বরণ,
বিচিত্রতা পরিপূর্ণ চিত্রপট প্রায় ;
আমি ভেঙ্গে দিলে হয় বৃষ্টি বরষণ,
আমারি উপরে মেঘ হেথা সেথা যায়।

আমি যদি নাহি রহি কিছু কাল তরে,
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তবে মরে জীবগণ ;
নির্ব্বোধ যে জন মম পথ রোধ করে,
অন্ধকূপ হত্যা কথা জানে সর্ব্বজন।

আমার কিছুই দোষ কিম্বা গুণ নাই,
সদা কার্য্য করি আমি বিধির আদেশে ;
নিভৃতে কাননে কভু বাঁশরি বাজাই,
কভু মহাবাত্যারূপে যাই দেশে দেশে।

এইরূপ সৃষ্টির যতেক উপাদান,
নিজগুণে নিজ বলে কার্য্যকারী নহে ;
যাহারে যে কার্য্যে রত সর্ব্বশক্তিমান
করেন, সে কার্য্যে সেই ব্রতী হয়ে রহে।

সাহস ও সামর্থ্য।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে,—
শুনিয়াছি উপন্যাসে
কথা বটে অতি মনোহর ;
নানাবিধ গুণধাম,
সাহস, সামর্থ্য নাম,
আছিল দুইটী সহোদর।
একজন ক্ষীণকায়,
কিন্তু অগ্নিশিখা প্রায়,
কাহাকেও নাহি করে ভয়,

আর জন মহাবল,
মত্ত মাতঙ্গের দল,
তার বলে পরাজিত হয়।
পরস্পর এত স্নেহ,
যেন দোঁহে এক দেহ,
এমন আশ্চর্য্য দেখি নাই ;
"মায়ের পেটের ভাই,
হেন বন্ধু কোথা পাই ?"
এই তারা কহিত সদাই।

২

একদিন দুই ভাই
বসেছিল এক ঠাঁই,
যুক্তি করে নিবিষ্ট হইয়া ;
"চলহ বিদেশে গিয়া,
ধন রত্ন উপার্জ্জিয়া,
গৃহে ফিরি সুযশ লইয়া।
না হইলে বৃদ্ধকালে,
সন্তান সন্ততি হলে,
কারো কাছে না পাইব মান ;

চিরদিন গৃহে থাকে,
উঠান সমুদ্র দেখে,
যেই জন সে বড় অজ্ঞান।
আমরা দুইটী ভাই,
এক সঙ্গে যথা যাই
কেহ নহে আমাদের সম ;
বহু উপার্জ্জন হবে,
অনেক সুখ্যাতি রবে,
করিব অনেক পরিশ্রম !”

৩

এইরূপ যুক্তি করি,
উপযুক্ত বেশ পরি,
যথা কালে প্রস্তুত হইয়া ;
ঈশ্বরের নাম স্মরি,
মা বাপে প্রণাম করি,
বিনয়েতে বিদায় লইয়া ;
দুই ভাই একসঙ্গে,
চলি যায় মনোরঙ্গে,
বহুদূর করিলা গমন ;

কত নগরের ঠাট,
হাট মাঠ ঘাট বাট,
নিরখিয়া পুলকিত মন।
এক সুখে দোঁহে সুখী,
এক দুঃখে দোঁহে দুঃখী,
দোঁহাকার যেন এক প্রাণ;
যে দেখে সে দুই জনে,
দেব কি গন্ধর্ব্ব জানে,
শত মুখে গায় গুণ গান।

৪

কিন্তু হায় চিরদিন,
সমভাবে কারো দিন,
এই ভবে না যায় কখন;
পথে দুই সহোদরে,
সহসা বিবাদ করে,
হলো যেন অঘট্য ঘটন।
"তুমি ছোট আমি বড়,"
এই মনে করি দড়,
দুই জনে বিবাদ বাধিল;

মনেতে পাইয়া ব্যথা,
পরস্পর রুষ্ট কথা,
অনুচিত কহিতে লাগিল।
সামর্থ্য সাহসে বলে,
"তৃণসম তুমি ফলে,
জানি তব বাক্য মাত্র সার ;
সাহস সামর্থ্যে কয়,
"তুই অতি নীচাশয়,
ভীরু হয়ে এত অহঙ্কার !"

৫

এরূপে বিবাদ করি,
একে অন্যে পরিহরি,
দুই দিকে করিল গমন ;
সাহস উত্তরে যায়,
সামর্থ্য দক্ষিণে ধায়,
পশ্চাতে না করে দরশন।
দিন গেল সন্ধ্যা হলো,
মহাভয় উপজিল,
হীণ-প্রাণ সামর্থ্যের চিতে ;

"কোথায় রহিলে ভাই,
আর কার মুখ চাই !"
এত বলি লাগিল কাঁদিতে।
নিকটেতে শাল বন,
তাহা হতে একজন,
দস্যু যাই দিল দরশন ;
ভাবি মনে "কি অদ্ভুত,
দানা দৈত্য কিবা ভুত !"
সামর্থ্য হইল অচেতন।
বেশ ভূষা যত ছিল,
তস্করে তা হরে নিল,
লতাপাশে বাঁধিয়া সজোরে ;
মহাকায় সামর্থ্যেরে,
দস্যু বহু শ্রম ক'রে,
ফেলে গেল গর্ত্তের মাঝারে।

৬

এদিকে সাহস শূর,
চলি গেলা বহু দূর,
দুর্গ এক করি দরশন ;

যত সৈন্য সেনাপতি,
সজোরে তাদের প্রতি,
ডাকি কহে "শীঘ্র দেহ রণ।"
সাহসের দেখি রূপ,
সকলেই অপরূপ,
ভাবি মনে, হাসে বারম্বার ;
তৃণের সমান দেহ,
এমন আস্পর্দ্ধা সেহ,
করিতেছে, একি চমৎকার !
বালক সৈনিক ছিল,
হাসিতে হাসিতে এল,
সাহসের সঙ্গে যুঝিবারে ;
যষ্টির প্রহার করি,
সাহসে অজ্ঞান করি,
উড়ায়ে ফেলিল বহু দূরে।

৭

যাতনায় মৃত-প্রায়,
সাহস কাঁদিয়া কয়,
"হায় মোর কপাল-লিখন ;

কোথারে গুণের ভাই,
তোমারে ছাড়িনু তাই,
অকালেতে হারাই জীবন।
ভাই ভাই করে দ্বন্দ্ব,
ইহার সমান মন্দ,
এ সংসারে আর কিছু নাই ;
ভ্রাতৃপ্রেম আছে যার,
কিসের অভাব তার,
তার গুণ বলিহারি যাই।
আমরা দুইটী ভাই,
থাকি যদি এক ঠাঁই,
সোণায় সোহাগা সম হয় ;
মহাশত্রু ভয় পায়,
শত রাজ্য ঠেলি পায়,
জগত করিতে পারি জয়।”

৮

গত হ’লে বহুক্ষণ,
অনুতাপে দগ্ধ মন,
হলো যবে জ্ঞানের উদয় ;

করিয়া পরাণ পণ,
পরস্পর অন্বেষণ,
আরম্ভ করিলা ভ্রাতৃদ্বয় ।
পুনর্ব্বার দেখা হলে,
ভাসিয়া নয়ন জলে,
স্নেহ ভরে করিলা মিলন ;
গত দুঃখ মনে করি,
পরস্পর ক্ষমা করি,
উভয়ে করিলা আলিঙ্গন ।
দুই ভাই পুনরায়,
একত্রে বিদেশে যায়,
কার্য্য করে করিয়া যতন ;
বহু ধন রত্ন লয়ে,
বহু যশে পূর্ণ হয়ে,
স্বদেশে করিলা আগমন ।*

---

* ভ্রাতৃভাবের মহত্ত্ব এবং সাহস ও সামর্থ্যের মিলনের উপকারিতা ও বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে উহার বিশেষ আবশ্যকতা, শিক্ষক মহাশয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবেন ।

রামের বনবাস যাত্রা।

রাম বলিলেন 'মাত, দৈবের ঘটন,
পিতার আদেশে আমি চলিলাম বন,
পিতৃ-সেবা বিমাতা করিলা বারেবার,
দুই বর দিতে পিতা কৈলা অঙ্গীকার;
আজি আমি রাজা হবো সকলের আগে,
শুনিয়া, বিমাতা বর এইরূপে মাগে;
এক বরে ভরতে করিবে দণ্ডধর,
আর বরে বনে রবো দ্বিসপ্ত বৎসর।"
এত যদি কহিলেন রাম জননীরে,
তিতিলা কৌশল্যা রাণী নয়নের নীরে;
দহিল অন্তর তাঁর ঘোর শোকানলে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাণী রাম প্রতি বলে;
'স্নেহের পুতলি পুত্র যায় যার বন,
সে নারী কেমনে আর ধরিবে জীবন?
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী,
আমা হ'তে বড় হলো কেকয়ী সতিনী;

ঘটাইল প্রমাদ সতিনী পাপীয়সী,
রাজারে কহিয়া তোমা করে বনবাসী!
সূর্য্যবংশে কত কত রাজা জন্মেছিল,
বল দেখি নারীবাক্যে কে হেন করিল?
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে,
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে?
স্ত্রীবাক্যে যে জন বনে পাঠায় সন্তানে,
এমন পিতার কথা না শুনিও কানে।"

লক্ষ্মণ বলেন 'সত্য তব কথা মানি,
ভাল কহিয়াছ বটে মাতা ঠাকুরাণি;
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায়, সবে ইহা ঘোষে;
হেন পুত্রে বনে রাজা পাঠান কি দোষে?
আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে,
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে!
যাবৎ এসব কথা না হয় প্রচার,
তাবৎ আপনি দাদা, লহ রাজ্যভার।"

কৌশল্যা বলেন 'ভাল বলেছে লক্ষ্মণ,
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন?
পালন করহ রাম এক অঙ্গীকার,
ভরতের করে তুমি দেহ রাজ্যভার;

অন্য সত্য পালনে নাহিক প্রয়োজন,
দেশে থাক বাছা, বনে করো না গমন।
মাতা পিতা উভয়ের কথা মান্য কর,
মাতা হতে পিতা কভু নহে মহত্তর
গর্ভে ধরি দুঃখ পায়, স্তন দিয়া পোষে,
হেন মাতৃ আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ বল কিসে ?
মাতৃবাক্য হেলিবে, পালিবে পিতৃবাণী,
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি।”
আকিঞ্চন করিলা লক্ষ্মণ অতিশয়,
রাম বলিলেন “ভাই উহা ভাল নয়।”
প্রবোধ না মানে, কাল সর্প যেন তর্জ্জে,
সুমিত্রাকুমার বীর ঘন ঘন গর্জ্জে ;
ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারি ভিতে,
ক্রোধে কম্পমান হয়ে লাগিলা কহিতে ;
“রাজ্য খণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী,
রাজভোগ ত্যজি, ফলমূল অভিলাষী !
সন্ন্যাস তপস্যা যত তপস্বীর কর্ম্ম,
উদাসীন হলে কিসে থাকে লোকধর্ম্ম ?
বিশেষতঃ বিমাতা সে শত্রু চিরদিন,
শত্রুর বচনে কেন হবো উদাসীন ?

তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন,
তুমি বনে গেলে পিতা ত্যজিবেন প্রাণ ;
এই শোকে পিতা মাতা ত্যজিবে জীবন,
পিতৃ মাতৃ হত্যা তুমি কর কি কারণ ?
অকারণে ধরি এ আজানু বাহুদণ্ড,
অকারণে ধরি এই ধনুক প্রচণ্ড ;
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল,
আজ্ঞা কর, ভরতের করিব নির্মূল।"
রাম বলিলেন "তার নাহি অপরাধ,
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ ;
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ ?
দৈবের ঘটন ইহা, নহে কারো দোষ।
ভরত গুণের ভাই স্নেহের আধার,
আমার অনিষ্ট চিন্তা কভু নাই তার ;
বরং ভরত যদি থাকিত এখানে,
বাধা দিত মোরে পিতৃ আদেশ পালনে।*

* এই অংশ রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। বালক পাঠোপযোগী করিবার জন্য বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করা গিয়াছে। এই অংশ পঠনাচ্ছলে শিক্ষক মহাশয় রামায়ণের স্থূল ইতিহাস বালকদিগকে কহিয়া দিবেন।

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের হিতোপদেশ।

অনন্তর কহিছেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলা মম মনে নাহি লয়॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায়॥
মান বৃদ্ধি নাহি ইথে নাহি কোন যশঃ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরুষ॥
সে কারণ যুদ্ধে কিন্তু নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিতে সবে করহ মিলন।
পাণ্ডব তোমার কিছু অহিত না করে॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবা তাহারে॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন।
এখন এমত বুদ্ধি না কর রাজন॥
পাশায় জিনিয়া তার নিলা সর্ব্বধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধ মন॥

যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
পূর্ব্বে তাহাদের যেই ছিল অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার ॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।
তবে যেই মনে লয় করিহ তখন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলা আপন।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হয় কদাচন ॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
সেই কালে সাক্ষাতে আছিল আমা সব ॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তী পুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব ॥
ভীষ্মের এতেক কথা শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিল বচন ॥
শত্রুকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥
ভীষ্ম বলিলেন কর যেই লয় মন।
হিত উপদেশে বলিলাম এ বচন ॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরকে ভর্ৎসনা।

উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তোর ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে করজঙ্ঘ॥
না করিয়া যুদ্ধ তোর দেখি হৈল ডর।
কোন মুখে বাহড়িয়া পুনঃ যাব ঘর॥
না করিয়া কার্য্য সিদ্ধ বাহড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি বুঝি তাহা নাহি মনে।
কিসের কারণে আমি রথ বাহড়িব।
সর্ব্ব সৈন্য মধ্যেতে এখনি রথ লব॥
যুদ্ধ ভয় ত্যজহ ধরহ বীর পণ।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ।
বিনা কুরু জিনিয়া গোধন ছাড়ি গেলে।
মহা লজ্জা হবে তোর পৃথিবী মণ্ডলে॥
হাসিবেক যত লোক সর্ব্ব ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন॥

আমার সারথি-গুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তোর সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হৈল ॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তোর সঙ্গে সংগ্রামে আসিব ॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ ॥
কহিল সৈরেন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলাগুণ।
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক্ তার নিন্দিত জীবনে কিবা আস ॥

শেষ দুইটী পাঠ কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত। বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার বড় সাহায্য হয়। এই জন্য, এবং এই উপলক্ষে বালক বালিকাগণও রামায়ণ মহাভারতের স্থূল বিবরণটী জানিতে পারিবে, এই জন্যই অল্প কিছু উদ্ধৃত করা গেল।
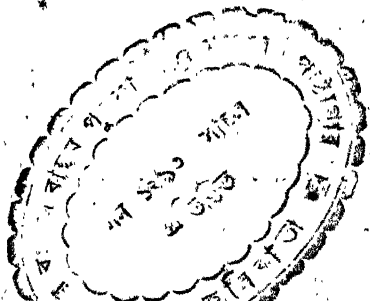
পরিশিষ্ট।

১। যে রচনাতে অক্ষরের পরিমাণ ও যতি থাকে, তাহাকে পদ্য রচনা কহে।

২। পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী প্রভৃতি নানারূপ ছন্দে পদ্য লিখিত হইয়া থাকে।

৩। পদ্য রচনা দুই প্রকার, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর।

৪। যাহাতে এক চরণের শেষ শব্দের সহিত আর এক চরণের শেষ শব্দের উচ্চারণের মিল থাকে, তাহা মিত্রাক্ষর। আর যাহাতে কোনরূপ মিল থাকে না, তাহাই অমিত্রাক্ষর।

৫। ছন্দের অনুরোধে, আর কবিতার মাধুর্য্য সম্পাদন জন্য, পদ্যে কতকগুলি শব্দকে বিস্তৃত আর কতকগুলি শব্দকে সঙ্কুচিত করিয়া ব্যবহার করা যায়। যথা—ধর্ম্ম = ধরম, বর্ষা = বরিষা, প্রবেশ করিল = পশিল, গোষ্ঠ = গোট ইত্যাদি।

৬। কতকগুলি শব্দ কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়, গদ্যে ব্যবহৃত হয় না; উহাদিগকে পদ্য-প্রচলিত শব্দ কহে। যথা—যবে, উপজে, নেহারিতে ইত্যাদি।

৭। তা, সে প্রভৃতি শব্দ পদ্যে পাদ পূরণে ব্যবহৃত হয়; উহাতে স্থানে স্থানে লালিত্যের বৃদ্ধি করে।

৮। পদ্যে বিশেষ্য, বিশেষণের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ত্তাকে ক্রিয়ার পরবর্ত্তী করা যায়, এবং ক্রিয়ার কর্ত্তা বা কর্ত্তার ক্রিয়া অনেক সময়ে উহ্য থাকে। কিন্তু উহার আধিক্য দোষাবহ।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের পক্ষে অনাবশ্যক বোধে রস ও অলঙ্কার পরিচ্ছেদের কোন সূত্রেরই উল্লেখ করা গেল না।

---

are not wanting in the present little work and I believe it can be safely placed in the hands of the pupils of the intermediate classes of our middle class schools.

রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু কালী কুমার দাস বি, এ, লিখিয়াছেন—

"আপনার পদ্যসার আমাদের কলেজের পণ্ডিতদিগকে দেখিতে দিয়াছিলাম, তাঁহারা এই পুস্তক খানা আমাদের স্কুলের পাঠ্য লিষ্টভুক্ত করিতে বলিয়াছেন। অতএব উহা লিষ্টভুক্ত হইবে।"

Babu Mohini Mohan Bose B. A., Head Master Bograh Zilla Sohool, writes :—

"Thanks for your kind note. I have looked through your Padya-sar and Gadya-sar. The books are both very useful and instructive. They contain a variety of subjects which are well chosen and interesting and very well adapted for the young boys for whom they are intended. I have already introduced Gadya-sar into my school.

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ লিখিয়াছেন—

"সুন্দর ভাষা, মনোহর উপদেশ এবং সারবান নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সদ্গ্রন্থের প্রধান উপকরণ সমূহ এই পুস্তকের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দ বাবু স্বয়ং সুকবি ও সুলেখক। তাঁহার প্রণীত এই দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ের অনুরূপই হইয়াছে। এই দুইখানি পুস্তক ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

দিনাজপুর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন—

"অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণের নীতি ও সদ্ভাব শিক্ষাকল্পে ভবৎ প্রণীত এই পদ্য ও গদ্যসার বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ হইয়াছে।"